একুশ মানে : সামাজিক কু প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন
একুশ মানে : বাড়িয়ে দেয়া বন্ধুত্বের হাত
একুশ মানে : ভ্রাতৃত্বের বন্ধন
একুশ মানে : সরাসরি কথা বলা
একুশ মানে : ঈর্ষা কাতরতা নয়
একুশ মানে : নন্দিত মনের সুন্দর ভুবন

একুশ নিউজ মিডিয়া
Ekush News Media
6362-302 Hollywood Blvd, Hollywood, CA 90028
(818) 266 7539 / (213) 925 4652 / Fax (877) 226-4524

হলিউডের বাংলা পত্রিকা
একুশ
Ekush.info
21 Ekush Bangla Newspaper from Hollywood

Ekush
(Bengali Community Newspaper)
Volume 02, Issue 1, February 21, 2007
Hollywood, California, USA ■ www.ekush.info
■ বুধবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ■
৯ ফাল্গুন ১৪১৩ ■ ২ সফর ১৪২৮

Publisher & Editor in Chief
Jahan Hassan
(818) 266 7539
Publisher@Ekush.info

Editor
Quazi Moshurul Huda
(213) 925 4652
Editor@Ekush.info

21.2 International Mother language day

We owe our existence to Ekushey (February 21)

প্রথম কলাম

প্রবাসীদের প্রচেষ্টায় ২১ ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মেহেদী হাসান তালুকদার : রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউর মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য ঢেলেছিলেন বুকের তাজা রক্ত। তাদের সেই মহান পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাতৃভাষা বাংলাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন আরেক বাঙালি। তার নাম মোঃ রফিকুল ইসলাম। আপন তাগিদ থেকেই ১৯৯৮ সালের প্রথম দিকে কানাডার ভ্যাঙ্কুবার থেকে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো রক্ষা আর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল তাতে। এক মাস পর জাতিসংঘ থেকে তার চিঠির উত্তর আসে। তাতে বলা হয়, কোনো ব্যক্তির একক প্রস্তাব জাতিসংঘ বিবেচনা করতে পারে না। মোঃ রফিকুল ইসলাম গণমাধ্যমের কাছে সে দিনটির প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, 'চিঠির উত্তর পাওয়ার পর নিজেকে বোকা মনে হচ্ছিল। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছিলাম। অদম্য মনোবল আমাকে ভাবতে শেখায়, আমার ভাষা একটি সমৃদ্ধ ভাষা, মনের মাঝে চেপে বসে জেদ। আমার ভাবনা ও চিঠির বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম কানাডায় বসবাসরত বাংলাদেশী আমার বন্ধুপ্রতিম বড় ভাই মোঃ আবদুস সালামের সঙ্গে। এবার আবদুস সালাম ও আমি আবারও একটি চিঠি লিখি জাতিসংঘের কাছে। আমার সাদামাটা চিঠিটি সাবলীলভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করলেন সালাম ভাই। দ্বিতীয় চিঠিটিরও উত্তর এলো। তবে এবার বলা হলো, আপনাদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে আপনাদের দাবিকে উপস্থাপন করার জন্য আপনাদের বিভিন্ন ভাষাসংক্রান্ত কাজ করে এমন কোনো সংগঠনের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। এ কারণেই ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ কানাডায় বসবাসরত বঙ্গ সন্তানদের নিয়ে গঠিত হয় 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড।' এটি ছিল মূলত একটি বহুভাষী ও বহুজাতিক ভাষাপ্রেমী সংগঠন। এবার এই সংগঠন একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতির জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠায়। এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন সাত জাতি ও সাত ভাষার ১০ জন সদস্য। এরা হলেন অ্যালবার্ট ভিনজন ও কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো), জেমস মরিন ও সুসান হজিনম (ইংরেজি), নাজনিন ইসলাম (কাছি ভাষা), রিনাতে মার্টিন (জার্মান), করুণা জোসি (হিন্দি), ড. কেলভিন চাও (ক্যান্তনিজ), রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম (বাংলা)। আবেদনপত্র পাঠানোর পর এবার জাতিসংঘ জানায়, এ বিষয়ে কাজ করে ইউনেস্কো। আর ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগের পর তারা জানান, কেবল সংগঠন নয়, এর জন্য বিভিন্ন দেশের সমর্থন দরকার। এরই ধারাবাহিকতায় সহযোগিতার হাত বাড়ায় কানাডা, ভারত, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড ও বাংলাদেশ। মোঃ রফিক ও আবদুস সালাম এরপর যোগাযোগ করেন বাংলাদেশের তৎকালীন শিক্ষা সচিব মোঃ রকিবউদ্দিনের সঙ্গে।
বাকী অংশ ১২ পাতায়..

সম্পর্কিত ফীচার:
▣প্রবাসে টু-টুয়েন্টিওয়ান উদযাপন কিভাবে হওয়া উচিত
▣সম্মিলিত একুশ-এর সর্বশেষ বার্তা ও বিশ্লেষণ
▣সম্মিলিত একুশ-এর নেপথ্য কাহিনী
▣আগামীতে একুশ উদযাপনের রূপরেখা কি হবে!
▣একুশ-এর প্রস্তাবনা
.পৃ ১১

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি -আমি কি ভূলিতে পারি...

লস এঞ্জেলেস সিটি কলেজের চত্বরে অস্হায়ী শহীদ মিনারে সম্মিলিত অমর একুশ। ছবি-একুশ

লস এঞ্জেলেসে সম্মিলিত অমর একুশে উদযাপন-২০০৭

নিজস্ব প্রতিনিধি

গত ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ লস এঞ্জেলেস সিটি কলেজের চত্বরে অস্হায়ী শহীদ মিনারে সম্মিলিত অমর একুশ উদযাপিত হয়। লস এঞ্জেলেসের ৩১টি সংগঠন অস্হায়ী শহীদ মিনারে সারিবদ্ধভাবে একের পর এক পুষ্প অর্পণ করে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে উদযাপিত হয় ওয়েষ্ট কোষ্টের সবচেয়ে আলোচিত সম্মিলিত একুশ। এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্বে লস এঞ্জেলেসে একুশ উদযাপনের আয়োজন দু'টি বিভক্তভাবে চলে আসছিলো। একটি, সম্মিলিত একুশ উদযাপন, শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টার এবং অপরটি সামাজিক সংগঠন উত্তরণ, পরদেশ রেস্টুরেন্ট চত্বর। এর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্ণিয়া শাখার হস্তক্ষেপে অত্যন্ত সুচারু ও দক্ষ ডিপ্লোম্যাটিক পথে তৃতীয় স্হানে অর্থাৎ লস এঞ্জেলেস সিটি কলেজে সমুদয় ব্যয়ভার বহন করে। উভয় দলের সমন্বয় প্রচেষ্টায় সম্মিলিত একুশ উদযাপিত হয়। অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সমাবেশে প্রথম প্রহর ছিল সরগম ও আনন্দমুখর। সিটি কলেজ চত্বরে উদযাপিত অনুষ্ঠানে অনেকেরই বাংলাদেশের অতীত স্মৃতির অনুভূতি জাগরুক হয়ে ওঠে বলে উপস্হিত অধিকাংশকে সাক্ষাৎকারে বলতে শোনা গেছে। শিশু, কিশোর থেকে শুরু করে সকল বয়সের মানুষ উপস্হিত ছিলো। বিদেশী নিউজ মিডিয়াসহ প্রবাসের টিভি, নিউজ মিডিয়ার মানুষজন ছিল প্রচুর। সম্মিলিত একুশের উদযাপনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ভাষা আন্দোলনের সৈনিক মোহাম্মদ সিরাজদ্দৌলা (এম ডি)-র উপস্হিতি। পুষ্পার্ঘ্যের শেষে সকলেই ঘিরে ধরে ভাষা সৈনিক সিরাজদ্দৌলাকে। জনাব ইসমাইল হোসেন সুন্দরভাবে ভাষা সৈনিকের পরিচিতি তুলে ধরেন এবং তারপর মোহাম্মদ সিরাজদ্দৌলা সকলের সামনে ১৯৫২-র স্মৃতিচারণ করেন। অবশেষে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারী, শনিবার সম্মিলিত একুশ-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওয়ার ঘোষণা দেয়। শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টারের আপল্যান্ডে মনোজ্ঞ একুশ-এর অনুষ্ঠান উন্মুক্ত চত্বরে দুপুর ১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত বিভিন্ন সংগঠনের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হওয়ার ঘোষণা দেয়। *বাকী অংশ ১১ পাতায়..*

Ekushey:

Our glory is identified with global pride

Nation today pays homage to the memory of the martyrs of historic language movement who laid down their lives to uphold the dignity of mother tongue, Bangla, on this day, February 21 in 1952. On this auspicious occasion of Amar Ekushey (immortal 21st February) people will take a fresh vow to realize the dreams of the martyrs for building a self-reliant Bangladesh free from all sorts of social injustice and exploitation.

On this day in 1952, the students of Dhaka took to the streets in protest against the then Pakistani rulers' denial to give Bangla the status of a state language and impose Urdu as the only state language of Pakistan.

Salam, Barkat, Rafiq, Jabbar and many others embraced martyrdom when the police opened fire on the procession upon the orders of the then government.

The movement that was launched on February 21, 1952 led to the recognition of Bangla as a state language in 1956, and eventually the birth of Bangladesh in 1971 after a nine-month long War of Liberation.

One hundred and eighty-eight countries across the globe are also joining Bangladesh to observe the 21st February following UNESCO's recognition of the day as the International Mother Language Day on November 17, 1999.

The day is a public holiday in Bangladesh and the national flag will fly at half-mast atop government, autonomous and private buildings and educational institutions. Different roads, road-dividers and islands were decorated with festoons inscribed with Bangla alphabets and national flags.

A month-long book fair is being held on the Bangla Academy premises commemorating the month of Language Movement.

The consciousness of February is no longer exclusively ours. It has gone beyond our frontiers becoming a consciousness of the international world. Ekushe is now observed in the cities and capitals of the countries of the world. Who could ever think that the idea, which was generated in our country, would one day become an idea of the world. It is an idea we are proud of further.

বিদেশী বন্ধুরা বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে পারে, হস্তক্ষেপ নয়

ঃ পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশীরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। বিদেশী বন্ধুরা বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে পারে কিন্তু হস্তক্ষেপ করতে পারে না। বাংলাদেশীরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আমরা যে সকল সমস্যা দেখছি সেগুলো সমাধানের জন্য নিজেরাই উদ্যোগ গ্রহণ করব। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সকল রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির সকল কাজ শেষ হবার পরই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের 'যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন' অনুষ্ঠানের আহবান সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এ কথা বলেন। গতকাল বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাপ্তাহিক প্রেস ব্রিফিং-এ উপদেষ্টা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জনশক্তি রপ্তানি খাত সম্পর্কে বলেন, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৫০ লাখ দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। তারা বছরে গড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে। এখন থেকে নতুন নতুন শ্রমবাজার খোঁজা হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশী কর্মীদের দক্ষ করার জন্য জেলা পর্যায়ে ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়েও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, দেশটি ১ লাখ ৫ হাজার বাংলাদেশী কর্মী নেয়ার অনুমতি দিয়েছে। ইতিমধ্যে ১৮ হাজার কর্মী সেদেশে গেছে। আরো আট হাজার কর্মীর ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে পররাষ্ট্র ও প্রবাসী কল্যাণও এই দুই মন্ত্রণালয়ে সচিবদের যুগ্ম সভাপতি করে সমন্বয় কমিটি করা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা জানান, উত্তর আফ্রিকার দেশ চাদ প্রজাতন্ত্রে আটক ৩৭ বাংলাদেশীকে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

অভিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষ কূটনীতির ফসল: বিশ্বের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের ব্যাপারে স্পষ্ট, পজিটিভ মনোভাব। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ডঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী

জনপ্রিয় নেতা হতে এবং কলঙ্ক মুছতে জেলে যেতে চান তারেক রহমান!

নাসির উদ্দিন: জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হতে এবং দুর্নীতির কলঙ্ক মুছতে জেলে যেতে চান তারেক রহমান পিনু। এটিকেই এ মুহূর্তে সর্বোত্তম বিকল্প বলে মনে করছেন তিনি। এক্ষেত্রে তার একমাত্র ভয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে। সংশি-ষ্ট একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্রগুলো জানায়, বন্ধু মামুন গ্রেফতার হওয়ার পর যৌথবাহিনীর হাতে অনেক তথ্য চলে এসেছে। এরপরই তারেককে বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য খালেদা জিয়ার প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। কিন্ত খালেদা জিয়া সম্মত হননি। তারেকও দেশের বাইরে পালিয়ে যেতে চাচ্ছেন না। কারণ দুর্নীতির অভিযোগের পাশাপাশি পালিয়ে যাওয়ার কলঙ্ক ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য হবে গ-ানিকর। এরচেয়ে বরং কিছুটা সময় কারাগারে কাটালে একদিকে যেমন মানুষ দুর্নীতির অভিযোগগুলো ভুলতে থাকবে, অন্যদিকে তেমনি একটা সাধারণ সিমপ্যাথিও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। যা কারামুক্তির পর রাজনীতিতে একটা নতুন প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করবে। তবে যৌথবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হতে চান না তারেক। বরং নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু এবং সালাউদ্দিন আহমেদের মতো সরাসরি আদালতেই আত্মসমর্পণ করতে চান তিনি। *বাকী অংশ ১২ পাতায়..*

স্বদেশ-বাংলাদেশ

▣দুর্নীতি সম্পর্কে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা সংশোধন ▽... ... ...পৃ. ১০
▣এক মাস পার করলো ফখরুদ্দীন সরকার ◢১০
▣আত্মসমর্পণ অন্যথায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ◢১০
▣ আত্মসমর্পণ করবেন না আওয়ামী লীগ নেতারা! ◢১০
▣ইকোনমিস্ট পত্রিকার নিবন্ধ: দুই বেগমই বড় অন্তরায় ◢১৩
▣ঢাকা বাণিজ্য বান্ধব নগর। ব্যবসায় পরিবেশের উন্নতি হয়েছে ◢১২

দুর্নীতিবাজ চিহ্নিত হয়ে দুদলই এখন দুর্নীতিবিরোধী!

নাসির উদ্দিন: অনেকের মতে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের দৃঢ় অবস্থানের ফলে দুই বড় দলের অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য ও ত্যাগী নেতারাই এখন মাঠে সক্রিয় হয়েছেন। তারা মনেপ্রাণে একটি ভালো রাজনৈতিক পরিবেশ চান। কারণ দুর্নীতিবাজ নেতারা সক্রিয় থাকলে দলে তারা অপাঙক্তেয় হয়ে যান। এজন্য দুদলের ত্যাগী নেতাদের কণ্ঠে এখন এক সুর। তারা বলেন, ক্ষমতায় যাওয়া এবং টিকে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে যারা পরস্পরকে অস্পৃশ্য ও অচ্ছুত মনে করে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এটা রাজনীতির জন্য শুভ লক্ষণ। *বাকী অংশ ১১ পাতায়..*

ভালোবাসা দিবস ভালোবাসার মানুষ ভালোবাসার বাংলা

পৃ. ১১

নানামুখী চাপে সরকার:আরো পরিবর্তন ও সংস্কার আসছে

রাজনৈতিক প্রতিবেদক

দায়িত্ব গ্রহণের এক মাস পার করতেই নতুন করে আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী ও অভ্যন্তরীণ নানাবিধ চাপের মধ্যে পড়েছে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আগামীতে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে রাজনৈতিক ও সামাজিক যে শুদ্ধি অভিযান শুরু করা হয়েছে বর্তমানে সেই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে যে সব রাজনৈতিক নেতা বিপুল বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছেন, আগামীতে তাদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার বিষয়টি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। এ ব্যাপারে জরুরি বিধিমালার সংশোধনী জারি করা হয়েছে। তিন স্তরের তালিকার প্রথমটি চূড়ান্তও করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিএনপি ও আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই গ্রেফতার হয়েছেন।

দুর্নীতি উচ্ছেদে জরুরি আইন অধ্যাদেশের সংশোধনীতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি আটক অথবা অবরুদ্ধ করাসহ ৭২ ঘন্টার মধ্যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের হিসাব দাখিল করতে হবে। এই শুদ্ধি অভিযানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়েও সরকার কঠিন চাপ মোকাবেলা করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত লোকসানি প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য সরকারের ওপর আগে থেকেই চাপ ছিল। কিন্ত রাজনৈতিক সরকার সে কাজে হাত দিতে সাহসী হয়নি। এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেসব কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্ত বিদ্যুৎ সঙ্কট, আমদানি ব্রাস, চট্টগ্রাম বন্দর সমস্যার মতো কঠিন সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা নিয়ে সরকার এখনো সুস্থির হতে পারেনি। ভারত থেকে জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কেনার উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে সরকারের দায়িত্বশীল পর্যায়েও এ প্রশ্ন করে কোনো স্পষ্ট জবাব মেলেনি। বাংলাদেশ থেকে জ্বালানি তেল পাচার হয় ভারতে। এজন্য সীমান্তরক্ষীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আবার মন্ত্রণালয় ভারত থেকেই জরুরি ভিত্তিতে ডিজেল আমদানি করার উদ্যোগ নিয়েছে। এরই মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বিশেষ করে চাল, ডাল, ডিম, মাছ, তরকারিসহ বেশ কয়েকটি পণ্যের দাম বেড়েছে। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদে। বিশ্ববাজারে মূল্য হ্রাস ও মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য ভারতে জ্বালানি তেলের দাম যখন কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে, ঠিক তখন বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর চিন্তা করছে সরকার। এ সব বিষয় সরকারকে নতুনভাবে চাপের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

এদিকে সরকার চলমান দুর্নীতিবিরোধী অভিযান জোরদার করার পাশাপাশি ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের কথা ভাবছে। ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং নির্বাচন কমিশনে সংস্কার শুরু হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন সংস্কারেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সম্পন্ন হওয়ার পরই এই বিভাগের আরো সংস্কার কার্যক্রম শুরু হবে। বিচার বিভাগ ও প্রশাসনে যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধেও ..পৃ ১২

এক মাসে গ্রেফতার ৫৭ হাজার অস্ত্র উদ্ধার ৫৮৪টি

চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের তালিকা হচ্ছে

সাকির আহমদ ।। গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জরুরি অবস্থা জারির পর দেশব্যাপী চিহ্নিত অপরাধী ও প্রকৃত সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরী শুরু হয়েছে। রাজধানীসহ দেশের ৫৪৫টি থানা এলাকার লোকদের সাথে কথা বলে এ তালিকা তৈরি সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে ওসিদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে যৌথ অভিযানে গতকাল বুধবার সকাল পর্যন্ত এক মাসে গ্রেফতারের সংখ্যা হচ্ছে ৫৭ সহস্রাধিক। উদ্ধার করা হয়েছে পাঁচশতাধিক আগ্নেয়াস্ত্র, ১৩ হাজার রাউন্ড গুলি এবং তিন ধরনের আট শতাধিক বিস্ফোরক। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ২৫ সহস্রাধিকের ব্যাপারে পুলিশী অনুসন্ধান চলছে। তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ রয়েছে তা অনুসন্ধান করে দু'সপ্তাহের মধ্যে গ্রেফতারকারী পুলিশ কর্মকর্তাকে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

গত ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা জারির পরদিন থেকে দেশব্যাপী যৌথ অভিযান শুরু হয়। অভিযান শুরুর পরই রাজধানীর চিহ্নিত অপরাধীদের অনেকেই আত্মগোপনে চলে গেছে এমন তথ্য থানা পুলিশ সংগ্রহ করেছে। পুলিশের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান, অপরাধীরা রাজধানী ছেড়েছে। তারা পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরিচয় গোপন করে অবস্থান করছে। তাছাড়া রাজধানীতে এসে অপরাধ সংঘটিত করেই চলে যায়। এদিকে রাজধানীতে প্রবেশের প্রতিটি পথে চেকপোস্টের জনবল বাড়ানো হয়েছে। একই সাথে চেকপোস্টে পুলিশকে সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আইন-শৃংখলা বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সারাদেশে চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের তালিকা তৈরির কাজ চলছে। সূত্র মতে, পূর্ব শত্রুতা কিংবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ফাঁসানোর জন্য কারো নাম যদি তালিকায় স্থান পায় তাহলে তালিকা প্রস্তুতকারী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধেই সর্বাগ্রে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর এ ধরনের অপরাধের ইন্ধনদাতাকেও ছাড়া হবে না।

পৃ..৬-৭-৮

সম্মিলিত একুশ-এর নেপথ্য কাহিনী... ১১ পাতায়
একুশ পত্রিকার উপর হামলা .. ১৩ পাতায়
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি প্রবাসীর জরিপ ... ১৪ পাতায়
সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্কের 'আওয়াজ' ...৬ এর পাতায়
কনজিউমারর্স রিপোর্ট ৯-এর পাতায়
বিনোদন ...৮ পাতায়
স্বাস্থ্য কণিকা ... ৯ পাতায়
বুয়েনাপার্ক, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় আন্তঃপ্রাদেশিক বাংলাদেশী-মার্কিন শিল্পী সমাবেশ অনুষ্ঠিত..৭
ভ্যালিতে ফোবানা সম্মেলন.. ৩
ড. ইউনূসের রাজনৈতিক উদ্যোগে অনিশ্চয়তা....পৃ..১৪
সুদখোর ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই : হাসিনা ...পৃ..১০
▣সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০০৭
নিউ অরলিন্স, লুইজিয়ানা..২
বাফলার আপডেট...২
বালা-র আপডেট: ...১৩